যুগান্তর

তারিখ ... 18 MAR 2006 ...
পৃষ্ঠা ৮৬ কলাম ৭ .....

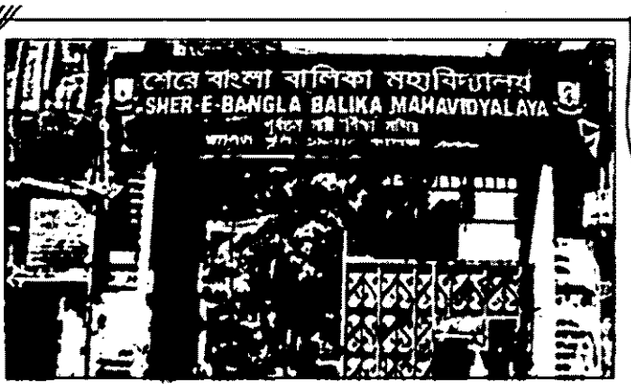

যুগান্তর

শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়

সেকালের নারী শিক্ষা মন্দির আজ শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়

আজও মুখরিত শত শত ছাত্রীর পদভারে

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রীর নাম লীলানাগ রায়। কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে ১৯২১ সালে বিএ পাসের পর তিনি ১৯২৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এমএ ডিগ্রির জন্য ভর্তি হন। এই কীর্তিমান প্রগতিশীল নারীর নাম ও স্মৃতির সঙ্গে ঢাকার যে স্কুলটি জড়িত

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

সেটি হচ্ছে 'নারীশিক্ষা মন্দির'। পুরনো ঢাকার হাটখোলা রোডে 'শেরেবাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়' নামে যে প্রতিষ্ঠানটি এখনও জ্ঞানের আলো বিতরণ করে যাচ্ছে, এটিই লীলানাগের সেই স্বপ্নের 'নারীশিক্ষা মন্দির'। ৮০ বছর আগে যে সময় এদেশের মেয়েরা ঘরের চারদেয়ালে বন্দি থাকত, সেই সময় মাত্র

আজ : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৫

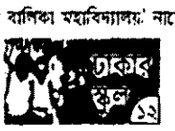

● কাল : গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল

নারীশিক্ষা মন্দির

আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অধ্যক্ষ জানান, মূলত দেশে এখনও সামাজিক প্রতিবন্ধকতাই নারী শিক্ষার অগ্রগতির অন্তরায়। সফলতা আনতে ছাত্রী-শিক্ষক-অভিভাবকের সম্মিলিত প্রয়াস জরুরি। সংকট ও সমস্যা নিরসন করতে হবে। এ লক্ষ্যে তারা কার্যক্রমও শুরু করেছেন। তিনি বলেন, 'ক্লাস সুপারভিশন' বাড়ানো হয়েছে। পাঠদানে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। অধিকাংশ অভিভাবক দরিদ্র হওয়ার কারণে ক্লাসেই পড়া শিখিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেননা, হোমটাস্ক (বাড়ির কাজ) দিলে তা একদিকে বাবা-মায়ের কাছ থেকে শেখা সম্ভব নয়, অন্যদিকে গৃহশিক্ষকও রাখা অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্যই 'ক্লাসষ্টাডি'র ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অতীত ঐতিহ্য ধারণ করে এখনও এগিয়ে যাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানটি। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে। নারীদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এখনও সেলাই শিক্ষা, নকশিকাঁথাসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মমুখী ক্লাস হয়। নবম ও একাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান, মানবিক ও বিজনেস স্টাডিজ শাখায় ছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া সঙ্গীত এবং গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয় নেয়ার সুযোগ রয়েছে। নিয়মিত শরীর চর্চার বাইরে সপ্তাহে একদিন ছাত্রীদের মার্শাল আর্টের (জুডু কারাতে) ক্লাস করতে হয়। গার্লস গাইডের কার্যক্রম রয়েছে। এছাড়া সমৃদ্ধ লাইব্রেরিতে মাধ্যমিক এবং কলেজ শাখার ছাত্রী ছাড়াও শিক্ষকদের আলাদা পাঠের স্থান রয়েছে বই ধার নেয়া যায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।

লেখাপড়ার মান সমান রাখার লক্ষ্যে অভিভাবকদের সঙ্গে সরাসরি অধ্যক্ষ যোগাযোগ করে থাকেন। কোন ছাত্রী একাধারে তিনদিন অনুপস্থিত থাকলে বাসায় খবর পাঠানো হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে মোট ৬৫ জন শিক্ষক এবং ১৮ জন কর্মচারী রয়েছেন। ১৯৯৫ সালের জনবল কাঠামোর বিধিনিষেধের কারণে কোন শিক্ষক অবসরে গেলে নতুন শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারছেন না বলে জানান অধ্যক্ষ। যে কারণে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অর্থে ১৩ জন শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয় শিক্ষক সংকট দূর করার জন্য। অধ্যক্ষ বলেন, অভিভাবকদের দিকটি বিবেচনায় রেখে শিক্ষকদের যেভাবে পাঠদানে নিয়োজিত করা হচ্ছে, সেভাবে শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। সরকার মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে বলছে। তা পেতে হলে ৯৫ জনবল কাঠামো প্রত্যাহার করা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সাবেক অধ্যক্ষ হোসনে আরা শাহেদ বলেন, ১৩ নম্বর হাটখোলা রোডের বাড়িটির (অধ্যক্ষের বাসভবন) সঙ্গে যেন তার রয়েছে নাড়ির সম্পর্ক। এই বাড়িটি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে এক সময় পরিগণিত করার চেষ্টা হয়েছিল। বর্তমান উপদেষ্টা ড. এএমএম শওকত আলী ১৯৭৭ সাল থেকে (তখন তিনি ঢাকার [illegible]) কলেজের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনিসহ তার সহকর্মীরা সন্তানের মতোই ভালোবেসেছিলেন কলেজটিকে। তাদের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানটি পূর্ণাঙ্গতা পেতে অনেক সহায়তা পেয়েছে। অধ্যক্ষ হোসনে আরা শাহেদ শেরেবাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।